"মূসক দিব জনে জনে
অংশ নিব উন্নয়নে"

ভ্যাট সম্পর্কে জানতে ফোন করুন
১৬৫৫৫

"I AM VAT SMART" ARE YOU?

জনকল্যাণে রাজস্ব

FL4

নতুন ও পুরাতন ভ্যাট আইনের মধ্যে পার্থক্য

VAT Online

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৬

VAT Smart হতে ভিজিট করুন
www.nbr.gov.bd
www.nbrelearning.gov.bd
facebook.com/VATOnlineBD

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইনের কাঠামোগত পার্থক্য

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- আইনটি অসংগঠিত
- আইনে বিভিন্ন বিধান সাজানো নেই
- বর্তমান ব্যবসায়ের অনেক বিষয় আইনটি ধারণ করতে পারে না
- ৩টি তফসিল রয়েছে
- তফসিলগুলো এইচএস কোড ভিত্তিক।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- আইনটি বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে সংগঠিত
- বিভিন্ন বিধান সাজানো
- বর্তমান ব্যবসায়ের প্রায় সব বিষয় আইনটিতে ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে
- ২টি তফসিল রয়েছে
- তফসিলগুলো সরবরাহের প্রকৃতি-ভিত্তিক।

মন্তব্য: নতুন আইনটি সহজে পাঠযোগ্য ও অধিক বোধগম্য হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর আরোপের পর্যায়

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- আমদানি পর্যায়
- উৎপাদন পর্যায়
- সেবা পর্যায়, ও
- ব্যবসায় পর্যায়।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- আমদানি
- সরবরাহ।

মন্তব্য: করের পরিধি ব্যাপকতর হয়েছে, সেবার সংজ্ঞা ও কর আরোপের বিভিন্ন পর্যায় সংক্রান্ত জটিলতা দূর হয়েছে।

কর আরোপের জন্য টার্নওভারসীমা

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- শুধু ১টি সীমা, ৮০ লক্ষ টাকার নিবন্ধনসীমা
- ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারবিশিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে টার্নওভার করের জন্য তালিকাভুক্ত হতে হতো। ফলে ছোট প্রতিষ্ঠানকেও টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত হয়ে ৩% টার্নওভার কর পরিশোধ করতে হতো
- টার্নওভার নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠানকেই কর দিতে হতো
- ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তির সুযোগ দেয়া হলেও প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে আবার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার সুযোগ ছিল।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- ২টি সীমা
- ৩০ লক্ষের ওপর কিন্তু ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার বিশিষ্ট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ৩% টার্নওভার কর প্রযোজ্য। ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার বিশিষ্ট যেকোনো ব্যবসায় (সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য ব্যবসায় ব্যতীত) করমুক্ত
- ছোট-ছোট প্রতিষ্ঠানকে কোনো কর দিতে হবে না। মাঝারি প্রতিষ্ঠানকে ৩% টার্নওভার কর দিতে হবে
- এ রকম প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট থাকবে না বিধায় তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এমন শর্ত আরোপের সুযোগ নেই।

মন্তব্য: ২টি সীমা থাকায় ছোট ব্যবসায়ীকে বিশেষত যে সকল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত আছে তাদের আর করের আওতায় থাকতে হবে না। এখানে ছোট বলতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভারবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL5, BL3

কর হার

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- আদর্শ হার ১৫%
- রপ্তানি ০%
- সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ভিত্তিক কতিপয় সেবার হার: ১.৫% হতে ১০% পর্যন্ত
- বহু হার বিশিষ্ট মূসক ব্যবস্থা বিধায় মূসক চেইন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হয় না এবং করের পৌনঃপুনিকতা থাকে
- সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে কর হার কম বিধায় কম কর পরিশোধ করতে হয় মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে রেয়াত না থাকায় একটি সরবরাহ চক্রে প্রকৃত নীট করের পরিমাণ সর্বশেষ ভোক্তার ক্রয় মূল্যের ১৫% এর চেয়ে অনেক বেশি হয়।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- আদর্শ হার ১৫%
- রপ্তানি ০%
- কোনো সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ভিত্তিক হার নেই
- একক হার বিশিষ্ট মূসক ব্যবস্থা বিধায় মূসক চেইন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হবে এবং করের পৌনঃপুনিকতা থাকবে না
- আপাতদৃষ্টিতে কর হার ১৫% বিধায় বেশি কর পরিশোধ করতে হবে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে রেয়াত থাকায় একটি সরবরাহ চক্রে প্রকৃত নীট করের পরিমাণ সর্বশেষ ভোক্তার ক্রয় মূল্যের ১৫% (অন্তর্ভুক্ত হিসেবে) এর সমান হবে।

মন্তব্য: প্রতিপালনকারী ব্যবসায়ীদের নীট করের পরিমাণ হ্রাস পাবে। অপ্রতিপালনকারীগণের সকল সরবরাহ প্রদর্শন করার মতো হিসাবরক্ষণের কারণে নীট কর বৃদ্ধি পাবে। ফলে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিবন্ধন ও তালিকাভুক্তি

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির মূল ভিত্তি হলো ভৌগলিক অবস্থান।
- একটি কোম্পানির একাধিক শাখা ইউনিট থাকলে সাধারণভাবে একাধিক নিবন্ধন প্রযোজ্য
- একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের এক শাখা হতে অন্য শাখায় উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্য স্থানান্তরের সময় সরবরাহ দেখিয়ে কর পরিশোধ করতে হয় বিধায় কৃত্রিম সরবরাহ সৃষ্টি করতে হয়।
- এক প্রতিষ্ঠানের একাধিক নিবন্ধন থাকায় প্রতিটি ইউনিট-ই আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং প্রত্যেক শাখাকেই মূসক পরিশোধসহ আলাদা হিসাব রাখতে হয়, আলাদা অডিটও হয়।
- ১১ ডিজিটের বিআইএন ইস্যু করা হতো যা হতে কমিশনারেট, সার্কেল বোঝা যায়।
- ব্যবসায়ের ঠিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে বিআইএন পরিবর্তন হয়।
- নিবন্ধনের জন্য অনেক রকম দলিলাদির প্রয়োজন ছিল
- নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি প্রদান করা হতো বিভাগীয় দপ্তর হতে।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির মূল ভিত্তি হলো প্রতিষ্ঠানের হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি।
- একটি কোম্পানির একাধিক শাখা ইউনিট থাকলেও সাধারণভাবে একটি নিবন্ধন প্রযোজ্য।
- একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের এক শাখা হতে অন্য শাখায় উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্য স্থানান্তরের সময় তাকে সরবরাহ হিসেবে বিবেচনা করতে হয়না বিধায় কৃত্রিম সরবরাহ সৃষ্টি করতে হয় না।
- এক প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা ইউনিটের জন্য একটিই নিবন্ধন থাকায় প্রতিটি ইউনিট আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় না এবং প্রত্যেক শাখাকেই মূসক পরিশোধসহ আলাদা হিসাব রাখতে হয় না, শুধু শাখার জন্য প্রযোজ্য হিসাব রক্ষণ করতে হয়।
- ৯ ডিজিটের বিআইএন ইস্যু করা হয়- যা হতে কমিশনারেট, সার্কেল বোঝা যায় না।
- ব্যবসায়ের ঠিকানা পরিবর্তন হলেও বিআইএন পরিবর্তন হয় না।
- নিবন্ধনের জন্য কোনো রকম দলিলাদির প্রয়োজন নেই
- নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি প্রদান করা হয় কমিশনারেট দপ্তর হতে।

মন্তব্য: ব্যবসায়ের প্রকৃত হিসাব আর মূসকের হিসাব একই হবে। মূসক ব্যবস্থার জন্য আলাদা হিসাব রাখতে হবে না বিধায় ব্যবসায় পরিচালনার খরচ কমবে, অপ্রয়োজনীয় জটিলতা থাকবে না।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন BL3, FL5

কর আরোপের জন্য মূল্য ও কর হিসাবের ভিত্তি

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে পণ্য সরবরাহের পূর্বে বিভাগীয় দপ্তর হতে মূল্য ঘোষণা দিয়ে অনুমোদন গ্রহণ করতে হতো।
- অনেকগুলো সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্য নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে নির্ধারিত সংকুচিত হারে মূসক প্রযোজ্য ছিল।
- উৎপাদন পর্যায়ে অনেক পণ্যের ট্যারিফ মূল্যের ওপর মূসক প্রযোজ্য ছিল
- কোনো কোনো পণ্য বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে থোক কর ব্যবস্থা ছিল যেমন এমএস পণ্য, প্যাকেজ ভ্যাট ব্যবস্থা, ইত্যাদি।
- করসহ এবং কর-ব্যতীত মূল্য ব্যবস্থা ছিল। মূল্য ঘোষণার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে করদাতা নির্ধারণ করতে পারতেন তিনি কোন মূল্যে সরবরাহ প্রদান করবেন।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- বর্তমানে সরবরাহ মূল্যই মূসকসহ মূল্য। প্রকৃত সরবরাহ মূল্যকে মূসক আরোপের ভিত্তি ধরা হয়েছে
- সংকুচিত মূল্য ব্যবস্থা নেই।
- ট্যারিফ মূল্য ব্যবস্থা নেই।
- কোনো থোক কর ব্যবস্থা নেই।
- সকল ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্য হবে করসহ মূল্য।

মন্তব্য: ১৯৯১ সনের আইনের সবচেয়ে জটিল পদ্ধতিটি ছিল মূল্য ঘোষণা ও তার অনুমোদন প্রক্রিয়া। এটি বাতিল হওয়াতে করদাতাদের হয়রানি বন্ধ হবে। ব্যবসায়ে প্রতিপালন খরচ (Cost of doing business) কমবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন BL6

রেয়াত, ফেরত ও প্রত্যর্পণ

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- রেয়াত ব্যবস্থাটি বেশ সংকুচিত।
- পণ্য বা সেবা তৈরিতে সরাসরি ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতেই শুধু রেয়াত পাওয়া যায়।
- অনেক সেবার ক্ষেত্রে ৮০% রেয়াত অনুমোদন করা হয়। অবশিষ্ট ২০% মূসক রেয়াত পাওয়া যায় না, যা ব্যবসায়ের খরচ হিসেবে বিবেচিত হয়।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণসহ অনেক মূলধনী বিনিয়োগের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায় না।
- রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক শর্ত প্রতিপালন করতে হয়
- ফেরত-এর ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ।
- ফেরত প্রদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, কমিশনারের অনুমোদনের পর হিসাব রক্ষণ দপ্তর হতে ফেরতের চেক গ্রহণ করতে হয়।
- রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ক্রয়কৃত বা আমদানিকৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত শুল্ক-কর ডেডো হতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা যায়।
- ডেডো মূসক আইনের আওতায় কাজ করতো। সেখান হতে সমহারে বা প্রকৃত হারে প্রত্যর্পণ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- রেয়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত বিস্তৃত।
- সরবরাহ তৈরিতে সরাসরি ব্যবহৃত হয় না কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হলেই রেয়াত পাওয়া যায়।
- অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত সকল সরবরাহের বিপরীতে ১০০% রেয়াত পাওয়া যাবে।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণসহ সকল মূলধনী বিনিয়োগের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায়।
- রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব বেশি শর্ত প্রতিপালন করতে হয় না।
- ফেরত-এর ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত।
- ফেরত প্রদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ, দাখিলপত্রই ফেরতের আবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে। আবেদন প্রাপ্তির ২ মাসের মধ্যে কমিশনারকে তা নিষ্পত্তি করে করদাতার একাউন্টে পরিশোধ করতে হবে।

- রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ক্রয়কৃত বা আমদানিকৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত শুল্ক-করের মধ্যে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক পূর্বের পদ্ধতিতে ফেরত গ্রহণ করা যাবে। আমদানি, রেগুলেটরি ডিউটি ও কাস্টমস আইনের আওতায় পরিশোধিত অন্যান্য শুল্ক কর কাস্টম হাউস বা ডেডো হতে ফেরত গ্রহণ করতে হবে
- ডেডো আর মূসক আইনের আওতায় কাজ করবে না। মূসক আইনের আওতায় পরিশোধিত সকল কর মূসক কমিশনারের নিকট হতে দাখিলপত্র জমা সাপেক্ষে ফেরত পাওয়া যাবে।

মন্তব্য: ফেরত প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। করদাতা যে কমিশনারেটের আওতায় অন্যান্য কাজ করবেন তিনি সেই কমিশনারেট হতেই ফেরত পাবেন। একাধিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে না। এতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমবে এবং রপ্তানি উৎসাহিত হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL7, FL12, BL5, BL14

হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- মূসক হিসাব ব্যবস্থা আধুনিক হিসাব ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতো না।
- নগদ-ভিত্তিক ও বকেয়া-হিসাব ভিত্তিক দ্বৈত হিসাব ব্যবস্থা বিরাজমান।
- কোনো কোম্পানির একাধিক বিআইএন থাকলে তাকে একাধিক হিসাব রাখতে হতো।
- এক শাখা হতে অন্য শাখায় পণ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও কর পরিশোধ করতে হতো।
- কৃত্রিম সরবরাহ তৈরি করতে হতো।
- মূসকের হিসাবের সাথে ব্যবসায়ের হিসাব মিলতো না বলে ব্যবসায়ীকে আলাদা ২ সেট হিসাব রাখতে হতো
- মূসকের হিসাব এবং ব্যবসায়ের হিসাব মিলানো সম্ভবপর ছিল না।
- সপ্তাহে একবার সকল মূসক চালানের কপি সার্কেলে জমা দিতে হতো।
- শুধু নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব রাখার সুযোগ ছিল না।
- বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের চালান ইস্যু করতে হতো।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- মূসক হিসাব ব্যবস্থা আধুনিক হিসাব ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে।
- বকেয়া-ভিত্তিক ডুয়েল এন্ট্রি হিসাব ব্যবস্থা।
- কোনো কোম্পানির একাধিক বিআইএন থাকবে না বিধায় তাকে একাধিত হিসাব রাখতে হবে না।
- এক শাখা হতে অন্য শাখায় পণ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে চালান ইস্যু করতে হবে, তবে কোনো কর পরিশোধ করতে হবে না।
- কৃত্রিম সরবরাহ তৈরির সুযোগ নেই।
- একজন ব্যবসায়ী একসেট হিসাবই রাখবেন। এখন আর আলাদা হিসাব থাকবেনা।
- মূসকের হিসাব এবং ব্যবসায়ের হিসাব সহজেই মিলানো সম্ভবপর হবে।
- কোনো চালান সার্কেলে জমা প্রদান করতে হবে না।
- নির্ধারিত ফরমের তথ্যসহ নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব রাখার সুযোগ আছে।
- বিক্রয়ের জন্য একটিই চালান ব্যবহৃত হবে।

মন্তব্য: হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি সহজ এবং ২ সেট হিসাব রাখার প্রয়োজন না থাকায় ব্যবসায়ের প্রতিপালন খরচ কমবে, করদাতার জন্য কর পরিশোধ সহজ হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL10, FL12, BL4, BL6

কর পরিশোধ পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- অগ্রীম পরিশোধ পদ্ধতি। করদাতাকে রেয়াত বা নগদ পরিশোধ করে চলতি হিসাব (মূসক-১৮) এ জমা রাখতে হয় এবং বিক্রির সময় তা হতে বিয়োগ করে সমন্বয় করতে হয়।
- অনলাইনে কর পরিশোধের সুযোগ নেই।
- প্রতি করমেয়াদে একাধিকবার কর পরিশোধের প্রয়োজন হতো।
- প্রদেয়, রেয়াত, ট্রেজারি জমা ও সমন্বয় সংক্রান্ত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য চলতি হিসাব সংরক্ষণ করতে হতো।

- চলতি হিসাবে ধনাত্মক জের না থাকলে সরবরাহ প্রদান করা যেতো না।
- করদাতার টাকা সরকারের ঘরে আগাম জমা দিতে হতো।
- টার্নওভার করের হিসাব হতো বাৎসরিক ঘোষিত টার্নওভারের ওপর ৩% হারে গুণন করে। ঘোষিত টার্নওভারের ভিত্তিতে নির্ধারিত টার্নওভার কর বিভিন্ন করমেয়াদে জমা প্রদান করতেন।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- বকেয়া পরিশোধ পদ্ধতি। করদাতাকে রেয়াত বা নগদ পরিশোধ করে চলতি হিসাব (মূসক-১৮) এ জমা রাখতে হয় না এবং বিক্রির সময় তা হতে বিয়োগ করে সমন্বয়েরও সুযোগ নেই।
- অনলাইনে কর পরিশোধের সুযোগ আছে।
- প্রতি করমেয়াদের দাখিলপত্র জমার পূর্বে একবার কর পরিশোধের প্রয়োজন।
- চলতি হিসাব নেই বিধায় প্রদেয়, রেয়াত, ট্রেজারি জমা ও সমন্বয় সংক্রান্ত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নাই।
- সরবরাহের সময় সরকারকে কোনো কর পরিশোধ করতে হবে না। করদাতা ক্রেতার নিকট হতে কর আদায় করে রেখে দিবেন এবং করমেয়াদ শেষে তার হিসাব করবেন।
- আদায়কৃত মূসকের টাকা করদাতা পরবর্তী করমেয়াদের দাখিলপত্র জমার পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন।
- টার্নওভার করের হিসাব হবে প্রাত্যহিক বিক্রয়ের ভিত্তিতে। বাৎসরিক টার্নওভারের ভিত্তিতে তালিকাভুক্তি না নিবন্ধন তা নির্ধারিত হবে। ত্রৈমাসিক করমেয়াদে মোট বিক্রির ওপর ৩% হারে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে টার্নওভার কর নির্ধারণ করতে হবে। তার ভিত্তিতে করমেয়াদ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কোষাগারে টাকা জমা দিয়ে দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে।

মন্তব্য: সরকারকে অগ্রীম মূসকের টাকা দিতে হবে না বিধায় তার নগদ প্রবাহে চাপ কমবে। বরং মূসকের টাকা তার একাউন্টে মাসাধিক কাল থাকায় তার নগদ প্রবাহে ভালো প্রভাব ফেলবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL1, BL7

মূসক প্রশাসনের কাঠামো ও সেবার প্রকৃতি

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

- ভৌগলিক অধীক্ষেত্র ভিত্তিক দপ্তর
- সার্কেল, বিভাগ ও কমিশনারেট এরূপ ৩ স্তর-ভিত্তিক প্রশাসন
- ভৌগলিক অধীক্ষেত্র ভিত্তিক কর্মবণ্টন। সার্কেল ও বিভাগীয় দপ্তরে মৌলিক কাজগুলো সম্পাদিত হতো
- কমিশনারেট মূলত তদারকির কাজ করতো
- সব কাজই হতো সনাতনি কাগুজে পদ্ধতিতে। অন্যকোনো বিভাগের তথ্য মিলিয়ে দেখার সুযোগ ছিল না
- যেকোনো সেবা পেতে মূসক দপ্তরে যেতে হতো।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

- ভৌগলিক অধীক্ষেত্র ভিত্তিক দপ্তর বিদ্যমান
- সার্কেল, বিভাগ ও কমিশনারেট এরূপ ৩ স্তর-ভিত্তিক প্রশাসন বিদ্যমান
- ভৌগলিক অধীক্ষেত্র ভিত্তিক কর্মবণ্টনের পরিবর্তে কার্য-ভিত্তিক কর্মবণ্টন। কমিশনারেট দপ্তরে মৌলিক কাজগুলো সম্পাদিত হয়
- সার্কেল ও বিভাগীয় দপ্তর মূলত তদারকির কাজ করে
- সব কাজই হয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে। ভ্যাট অফিস কোনো কাগজ নিয়ে কাজ করে না। করদাতা কাগুজে আবেদন দাখিল করলেও সিপিসি তা ডিজিটাল করে সিস্টেমে আপলোড করে এবং মূসক প্রশাসন তখন তা নিয়ে সিস্টেমে কাজ করে।
- মামলার শুনানি ব্যতীত অন্যকোনো কারণে মূসক দপ্তরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সব কাজই অনলাইনে করা যায়। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তা কন্টাক্ট সেন্টারে ফোন করে বা ই-মেইল করে জেনে নেয়া যায়। ভ্যাট অফিসে যাওয়া নিরুৎসাহিত করা হয়। এমনকি নতুন ভ্যাট সম্পর্কে জানতে হলেও মূসক দপ্তরে বা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। www.nbr.gov.bd I www.nbrelearning.gov.bd পোর্টাল হতে আপনি সব জানতে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সনদ পেতে পারেন।

মন্তব্য: কায়িক দেখা না হলে দুর্নীতি কমবে। অনলাইন-ভিত্তিক হওয়ায় যেকোনো সেবা পেতে সময় ও ব্যয় উভয়ই কম লাগবে।

বিদ্র. BO = BOOK, BL = BOOKLET, FL = FLYER